

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি

এই অধ্যায়ে পিতামহ প্রহ্লাদের সঙ্গে বলি মহারাজের সুতললোকে গমন এবং ভগবানের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রের স্বর্গলোকে পুনঃপ্রবেশ বর্ণিত হয়েছে।

মহাত্মা বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করাই জীবনের পরম প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে তিনি ভক্তিব্যাকুল চিত্তে এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তারপর তাঁর অনুচরগণ সহ সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান এইভাবে অদিতির বাসনা পূর্ণ করে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলির মুক্তির কথা শ্রবণ করে, এই জড় জগতে ভগবানের দিব্য লীলাবিলাস বর্ণনা করেছিলেন। ভগবানের এই জড় জগৎ সৃষ্টি, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি এবং ভক্তদের প্রতি কল্পবৃক্ষের মতো অত্যন্ত উদারতার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের প্রশংসা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে, ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের প্রতিই স্নেহশীল নন, তিনি অসুরদের প্রতিও স্নেহশীল। এইভাবে তিনি ভগবানের অন্তহীন অহৈতুকী করুণার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনিও ভগবানের আদেশ অনুসারে সুতললোকে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন শুক্রাচার্যকে বলি মহারাজের যজ্ঞের দোষ এবং অসামঞ্জস্য বর্ণনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। শুক্রাচার্য তখন বিশ্লেষণ করেন কিভাবে ভগবানের নাম-সংকীর্তনের ফলে বদ্ধ জীবের পাপ ক্ষয় হয়। তারপর তিনি বলি মহারাজের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছিলেন। সমস্ত মহর্ষিরা ভগবান বামনদেবকে দেবরাজ ইন্দ্রের হিতৈষীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ইন্দ্রকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা ভগবানকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যের পালকরূপে স্বীকার করেছিলেন। ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর অনুচরগণ সহ বামনদেবকে অগ্রবর্তী করে বিমানযোগে স্বর্গে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন। বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান

শ্রীবিষ্ণুর এই অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শন করে সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ এবং সিদ্ধপুরুষগণ বার বার ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করাই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক, সেই কথা বলে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তবস্তুং পুরুষং পুরাতনং

মহানুভাবোহখিলসাধুসম্মতঃ ।

বদ্ধাঞ্জলির্বাষ্পকলাকুলেক্ষণো

ভক্ত্যুৎকলো গদগদয়া গিরাব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; উক্তবস্তুং—ভগবানের আদেশে; পুরুষং—ভগবানকে; পুরাতনং—সর্বপ্রাচীন; মহা-অনুভাবঃ—মহামতি বলি মহারাজ; অখিল-সাধু-সম্মতঃ—সমস্ত সাধুদের দ্বারা অনুমোদিত; বদ্ধ-অঞ্জলিঃ—কৃতাজ্জলি সহকারে; বাষ্প-কল-আকুল-ঈক্ষণঃ—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; ভক্তি-উৎকলঃ—ভক্তিপূর্ণ; গদগদয়া—ভক্তির প্রভাবে গদগদ স্বরে; গিরা—বাণীর দ্বারা; অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—সনাতন পুরুষ ভগবান এইভাবে বললে, সমস্ত সাধুদের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকৃত মহামতি বলি মহারাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। তিনি ভক্তিব্যাকুল চিত্তে কৃতাজ্জলি সহকারে গদগদবাক্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২

শ্রীবলিরুবাচ

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ

প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ ।

যল্লোকপালৈস্তুদনুগ্রহোহমরৈ-

রলক্পূর্বোহপসদেহসুরেহর্পিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; অহো—আহা; প্রণামায়—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করার জন্য; কৃতঃ—আমি করেছিলাম; সমুদ্যমঃ—কেবল এক প্রয়াস; প্রপন্ন-ভক্ত-অর্থ-বিধৌ—শুদ্ধ ভক্তদের পালনীয় বিধি-বিধানের দ্বারা; সমাহিতঃ—সমর্থ; যৎ—যা; লোক-পালৈঃ—বিভিন্ন লোকপালদের দ্বারা; ত্বৎ-অনুগ্রহঃ—আপনার অহৈতুকী কৃপা; অমরৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; অলঙ্ক-পূর্বঃ—পূর্বে যা কখনও লাভ হয়নি; অপসদে—আমার মতো অধঃপতিত ব্যক্তিকে; অসুরে—অসুরকূলে উদ্ধৃত; অর্পিতঃ—প্রদত্ত।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আপনার প্রতি প্রণামেরও কী আশ্চর্য মহিমা! আমি কেবল আপনাকে প্রণাম করার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু সেই প্রয়াসই শুদ্ধ ভক্তির পরম সিদ্ধি প্রদান করেছে। এই অধঃপতিত দৈত্যের প্রতি আপনি যে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তা দেবতা এবং লোকপালেরাও কখনও লাভ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

বামনদেব যখন বলি মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বলি মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্য এবং অন্যান্য অসুর সহচরদের উপস্থিতির ফলে তিনি তা করতে পারেননি। কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে, বলি মহারাজ যদিও তাঁকে প্রণাম না করে কেবল মনে মনে প্রণাম করার প্রয়াস করেছিলেন, তার ফলেই ভগবান তাঁর প্রতি এত কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন যা দেবতারা পর্যন্ত কখনও আশা করতে পারেন না। ভগবদ্গীতায় (২/৪০) প্রতিপন্ন হয়েছে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—“এই পথে অতি অল্প উন্নতি সাধন করলেও তা মহা ভয় থেকে রক্ষা করে।” ভগবান ভাবগ্রাহী জনার্দন নামে পরিচিত, কারণ তিনি কেবল ভক্তের ভাবটিই গ্রহণ করেন। ভক্ত যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে পরমাত্মরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারেন। তার ফলে, বাহ্য দৃষ্টিতে ভক্ত পূর্ণরূপে সেবা সম্পাদন না করলেও, তিনি যদি অন্তরে নিষ্ঠাপরায়ণ এবং ঐকান্তিক হন, তা হলে ভগবান তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। তাই ভগবানকে বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন, কারণ তিনি কেবল ভক্তির ভাবটিই গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা হরিমানত্য ব্রহ্মাণং সভবং ততঃ ।

বিবেশ সুতলং প্রীতো বলির্মুক্তঃ সহাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি উক্তা—এই কথা বলে; হরিম্—ভগবান শ্রীহরিকে; আনত্য—প্রণতি নিবেদন করে; ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মাকে; সভবম্—মহাদেব সহ; ততঃ—তারপর; বিবেশ—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; সুতলম্—সুতললোকে; প্রীতঃ—পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়ে; বলিঃ—বলি মহারাজ; মুক্তঃ—এইভাবে বন্ধন মুক্ত হয়ে; সহ অসুরৈঃ—অসুর অনুচরগণ সহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলে বলি মহারাজ প্রথমে ভগবান শ্রীহরিকে এবং তারপর ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে নাগপাশ (বরুণপাশ) থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণরূপে প্রসন্নতা সহকারে তাঁর অসুর অনুচরগণ সহ সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

এবমিদ্ভায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্ ।

পূরয়িত্বাদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ ॥ ৪ ॥

এবম্—এইভাবে; ইদ্ভায়—ইন্দ্রকে; ভগবান্—ভগবান; প্রত্যানীয়—ফিরিয়ে দিয়ে; ত্রিবিষ্টপম্—স্বর্গলোকের অধিকার; পূরয়িত্বা—পূর্ণ করে; অদিতেঃ—অদিতির; কামম্—বাসনা; অশাসৎ—শাসন করেছিলেন; সকলম্—সমগ্র; জগৎ—জগৎ।

অনুবাদ

এইভাবে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গের অধিকার প্রদান করে এবং দেবমাতা অদিতির কামনা পূর্ণ করে, ভগবান সমস্ত জগৎ শাসন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫

লব্ধপ্রসাদং নির্মুক্তং পৌত্রং বংশধরং বলিম্ ।

নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ প্রহ্লাদ ইদমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

লঙ্ক-প্রসাদম্—যিনি ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; নির্মুক্তম্—বন্ধনমুক্ত;
পৌত্রম্—তঁার পৌত্র; বংশ-ধরম্—বংশধর; বলিম্—বলি মহারাজকে; নিশাম্য—
শ্রবণ করে; ভক্তি-প্রবণঃ—ভক্তপ্রবর; প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; ইদম্—এই;
অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ যখন শুনলেন যে, তঁার পৌত্র বলি মহারাজ তঁার বন্ধন
মুক্ত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তখন তিনি ভক্তির আনন্দে
উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৬

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

নেমং বিরিক্ষেণ লভতে প্রসাদং

ন শ্রীর্ন ন শর্বঃ কিমুতাপরেহন্যে ।

যন্মোহসুরাণামসি দুর্গপালো

বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাশ্চিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; ন—না; ইমম্—এই; বিরিক্ষঃ—এমন
কি ব্রহ্মা পর্যন্ত; লভতে—লাভ করতে পারেন; প্রসাদম্—আশীর্বাদ; ন—না;
শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; ন—না; শর্বঃ—শিব; কিম্ উত—কি বলার আছে; অপরে
অন্যে—অন্যেরা; যৎ—যে আশীর্বাদ; নঃ—আমাদের; অসুরাণাম্—অসুরদের;
অসি—আপনি হয়েছেন; দুর্গপালঃ—রক্ষক; বিশ্ব-অভিবন্দ্যৈঃ—সারা জগতের পূজ্য
ব্রহ্মা শিব আদি মহাপুরুষদের দ্বারা; অভিবন্দিত-অশ্চিঃ—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম
পূজিত হয়।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে ভগবান, আপনি সারা জগতের পূজ্য; এমন কি
ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষেরাও আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন। তবুও
আপনি আমাদের অর্থাৎ অসুরদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রকার
অনুগ্রহ ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীও লাভ করতে পারেননি, অতএব অন্যান্য
দেবতা অথবা সাধারণ মানুষদের কথা কি আর বলার আছে।

তাৎপর্য

এখানে দুর্গপাল শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘যা সহজে যায় না’। সাধারণত দুর্গ শব্দটি কেবলকে বোঝায়, যেখানে সহজে প্রবেশ করা যায় না। দুর্গ শব্দটির আর একটি অর্থ ‘দুঃসাধ্যতা’। ভগবান যেহেতু বলি মহারাজ এবং তাঁর সহচরদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই তাঁকে এখানে দুর্গপাল বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ ‘ভগবান সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করেন’।

শ্লোক ৭

যৎপাদপদ্মমকরন্দনিষেবণেন

ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাশ্রুবতে বিভূতীঃ ।

কস্মাদ্ বয়ং কুসৃতয়ঃ খলযোনয়ন্তে

দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

যৎ—যাঁর; পাদ-পদ্ম—চরণ-কমলের; মকরন্দ—মধুর; নিষেবণেন—সেবামাধুর্য আশ্বাদনের দ্বারা; ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষগণ; শরণ-দ—হে সকলের পরম আশ্রয় ভগবান; অশ্রুবতে—উপভোগ করে; বিভূতীঃ—আপনার দেওয়া আশীর্বাদ; কস্মাৎ—কিভাবে; বয়ম্—আমরা; কু-সৃতয়ঃ—সমস্ত দস্যু-তস্করেরা; খল-যোনয়ঃ—ক্রুর দৈত্যকুলজাত; তে—সেই সমস্ত অসুরেরা; দাক্ষিণ্য-দৃষ্টি-পদবীম্—কৃপা দৃষ্টির দ্বারা প্রদত্ত পদ; ভবতঃ—আপনার; প্রণীতাঃ—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

হে পরম আশ্রয়! ব্রহ্মা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপী মধু পান করার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু ক্রুর অসুরকুলে উদ্ভূত দুর্বৃত্ত আমরা কিভাবে আপনার কৃপা লাভ করলাম? তা কেবল আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

শ্লোক ৮

চিত্রং তবেহিতমহোহমিতযোগমায়া-

লীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য ।

সর্বাশ্বনঃ সমদৃশোহবিষমঃ স্বভাবো

ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥ ৮ ॥

চিত্রম্—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; তব ঈহিতম্—আপনার সমস্ত কার্যকলাপ; অহো—আহা; অমিত—অসীম; যোগমায়া—আপনার চিন্ময় শক্তির; লীলা—লীলার দ্বারা; বিসৃষ্ট-ভুবনস্য—যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, সেই আপনার; বিশারদস্য—যিনি সর্বতোভাবে দক্ষ সেই আপনার; সর্ব-আত্মনঃ—যিনি সর্বব্যাপ্ত সেই আপনার; সম-দৃশঃ—এবং যিনি সকলের প্রতি সমদর্শী; অবিষমঃ—কোন রকম ভেদভাব ব্যতীত; স্বভাবঃ—সেটিই আপনার স্বভাব; ভক্ত-প্রিয়ঃ—সর্ব অবস্থাতেই আপনি ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল; যৎ—যেহেতু; অসি—আপনি হন; কল্পতরু-স্বভাবঃ—কল্পতরুর মতো গুণ সমন্বিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার অচিন্ত্য চিৎশক্তির দ্বারা আপনার লীলা অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়। সেই অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির ছায়ারূপিনী মায়াশক্তির দ্বারা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি সব কিছু জানেন, এবং তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আপনার ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। সেটি আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়, কারণ আপনি কল্পবৃক্ষের মতো সকলের বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

“আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।” ভগবান নিঃসন্দেহে সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত, তাঁর অবস্থা নিশ্চয়ই অভক্তদের থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সকলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু অভক্তেরা তা করে না, এবং তাই তার পরিণাম-স্বরূপ তারা মায়াসৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। একটি সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা সেই কথা বুঝতে পারি। রাজা অথবা সরকার সমস্ত নাগরিকদের প্রতি সমদর্শী। তাই, কোন নাগরিক যদি রাজার কাছ থেকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয়, তা হলে তাঁকে সেই অনুগ্রহ প্রদান করা

হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রাজা কারও পক্ষপাতিত্ব করছেন। রাজার অনুগ্রহ কিভাবে লাভ করতে হয় সেই কথা যিনি জানেন, তিনি তা লাভ করেন, কিন্তু যে সেই অনুগ্রহ উপেক্ষা করে, সে কখনও তা পায় না। দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—অসুর এবং দেবতা। দেবতারা জানেন ভগবান কে, এবং তাই তাঁরা তাঁর অনুগত, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানলেও তাঁর বিরোধিতা করে। তাই জীবের মনোবৃত্তি অনুসারে ভগবান পার্থক্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। ভগবান কল্পবৃক্ষের মতো তাঁর আশ্রিত জনের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে সেই আশ্রয় গ্রহণ করে না, তার অবস্থা শরণাগত ব্যক্তির থেকে ভিন্ন। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, দেবতা অথবা অসুর নির্বিশেষে ভগবান তাঁকে কৃপা করেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্ ।

মোদমানঃ স্বপৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ ॥ ৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; বৎস—হে বৎস; প্রহ্লাদ—হে প্রহ্লাদ; ভদ্রম্ তে—তোমার মঙ্গল হোক; প্রযাহি—যাও; সুতল-আলয়ম্—সুতল নামক স্থানে; মোদমানঃ—আনন্দিত চিন্তে; স্ব-পৌত্রেণ—তোমার পৌত্র (বলি মহারাজ) সহ; জ্ঞাতীনাম্—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের; সুখম্—সুখ; আবহ—উপভোগ কর।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি সুতললোকে গমন কর, ও সেখানে তোমার পৌত্র এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ আনন্দ উপভোগ কর।

শ্লোক ১০

নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপানিমবস্থিতম্ ।

মদদর্শনমহাহ্লাদধবস্তকর্মনিবন্ধনঃ ॥ ১০ ॥

নিত্যম্—নিরন্তর; দ্রষ্টা—দর্শক; অসি—তুমি হবে; মাম্—আমাকে; তত্র—সেখানে (সুতললোকে); গদা-পানিম্—গদা হস্তে; অবস্থিতম্—সেখানে অবস্থিত; মৎ-দর্শন—

সেই রূপে আমাকে দর্শন করে; মহা-আহ্লাদ—মহা আনন্দে; ধ্বস্ত—বিনষ্ট; কর্ম-নিবন্ধনঃ—সকাম কর্মের বন্ধন।

অনুবাদ

ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—সেখানে তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম হস্তে সর্বদা আমাকে দর্শন করবে। নিরন্তর আমাকে দর্শন করার আনন্দে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

কর্মবন্ধ অর্থাৎ সকাম কর্মের বন্ধনই, জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা সংসার-চক্রের অপরিহার্য কারণ। জীব যতক্ষণ সকাম কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় শরীর ধারণ করতে হয়। বার বার এই জড় শরীর ধারণ করাকে বলা হয় সংসার-বন্ধন। এই সংসার-বন্ধন নিরন্তর করার জন্য ভক্তকে নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করার উপদেশ দেওয়া হয়। এইভাবে কনিষ্ঠ ভক্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১১-১২

শ্রীশুক উবাচ

আজ্ঞাং ভগবতো রাজন্ প্রহ্লাদো বলিনা সহ ।

বাঢ়মিত্যমলপ্রজ্ঞো মুর্খ্যাধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১১ ॥

পরিক্রম্যাদিপুরুষং সর্বাসুরচমুপতিঃ ।

প্রণতস্তদনুজ্ঞাতঃ প্রবিবেশ মহাবিলম্ ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; আজ্ঞাম্—আদেশ; ভগবতঃ—ভগবানের; রাজন্—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; বলিনা সহ—বলি মহারাজ সহ; বাঢ়ম্—যথা আজ্ঞা; ইতি—এইভাবে; অমল-প্রজ্ঞঃ—নির্মল বুদ্ধি প্রহ্লাদ মহারাজ; মুর্খি—তঁার মস্তকে; আধায়—গ্রহণ করে; কৃত-অঞ্জলিঃ—বদ্ধাঞ্জলি সহকারে; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষ ভগবানকে; সর্ব-অসুর-চমুপতিঃ—সমস্ত অসুরনায়কদের অধিপতি; প্রণতঃ—প্রণতি নিবেদন করে; তৎ-অনুজ্ঞাতঃ—তঁার (ভগবান বামনদেবের) অনুমতিক্রমে; প্রবিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন; মহা-বিলম্—সুতললোকে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, বলি মহারাজ সহ সমস্ত অসুরনায়কদের অধিপতি বিশুদ্ধমতি প্রহ্লাদ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অথাহোশনসং রাজন্ হরির্নারায়ণোহন্তিকে ।

আসীনমৃদ্বিজাং মধ্যে সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৩ ॥

অথ—তারপর; আহ—বলেছিলেন; উশনসম্—শুক্রাচার্যকে; রাজন্—হে রাজন্; হরিঃ—ভগবান; নারায়ণঃ—নারায়ণ; অন্তিকে—নিকটে; আসীনম্—উপবিষ্ট; ঋদ্বিজাম্ মধ্যে—সমস্ত পুরোহিতদের মাঝখানে; সদসি—সভায়; ব্রহ্মবাদিনাম্—বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীদের।

অনুবাদ

তারপর নিকটে ঋদ্বিকদের (ব্রহ্ম, হোতা, উদগাতা এবং অধ্বর্যু) সভায় উপবিষ্ট শুক্রাচার্যকে সম্বোধন করে ভগবান শ্রীহরি বা নারায়ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত পুরোহিতেরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদী, অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী।

শ্লোক ১৪

ব্রহ্মন্ সন্তনু শিষ্যস্য কর্মচ্ছিদ্রং বিতম্বতঃ ।

যৎ তৎ কর্মসু বৈষম্যং ব্রহ্মদৃষ্টং সমং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; সন্তনু—দয়া করে বর্ণনা করুন; শিষ্যস্য—আপনার শিষ্যের; কর্ম-চ্ছিদ্রম্—কর্মের দোষ; বিতম্বতঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর; যৎ তৎ—যা; কর্মসু—কর্মে; বৈষম্যম্—ত্রুটি; ব্রহ্মদৃষ্টম্—যখন ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিচার করা হয়; সমম্—সমতা; ভবেৎ—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক্ৰাচার্য, আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী শিষ্য বলি মহারাজের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে দোষ-ত্রুটি হয়েছে তা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে যদি তা বিচার করা হয়, তা হলে সেই ত্রুটি খণ্ডন হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজ সুতললোকে চলে গেলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শুক্ৰাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলি মহারাজের কোন দোষের জন্য শুক্ৰাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, বলি মহারাজ যেহেতু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তা হলে তাঁর ত্রুটির বিচার করা কি করে সম্ভব? তার উত্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শুক্ৰাচার্যকে বলেছিলেন যে, বলি মহারাজের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, কারণ ব্রাহ্মণদের সম্মুখে যদি তাঁর দোষ-ত্রুটির বিচার হয়, তা হলে তা সংশোধন হয়ে যাবে। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, বলি মহারাজের কোন দোষ ছিল না; শুক্ৰাচার্য অনর্থক তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে বলি মহারাজের ভালই হয়েছিল। শুক্ৰাচার্যের অভিশাপের ফলে বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়েছিলেন, এবং তার ফলে ভগবান তাঁর গভীর শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন। ভক্তকে অবশ্যই সকাম কর্মে লিপ্ত হতে হয় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩১/১৪)। ভগবান অচ্যুতের আরাধনার ফলে সকলেই তৃপ্ত হন। বলি মহারাজ যেহেতু ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন, তাই তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি ছিল না।

শ্লোক ১৫

শ্রীশুক্ৰ উবাচ

কুতস্তৎকর্মবৈষম্যং যস্য কর্মেশ্বরো ভবান্ ।

যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সর্বভাবেন পূজিতঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-শুক্ৰঃ উবাচ—শ্রীশুক্ৰাচার্য বলেছিলেন; কুতঃ—কোথায়; তৎ—তাঁর (বলি মহারাজের); কর্ম-বৈষম্যম্—কর্ম অনুষ্ঠানের ত্রুটি; যস্য—যাঁর (বলি মহারাজের); কর্ম-ঈশ্বরঃ—সমস্ত কর্মের ঈশ্বর; ভবান্—আপনার; যজ্ঞ-ঈশঃ—আপনি সমস্ত

যজ্ঞের ভোক্তা; যজ্ঞ-পুরুষঃ—আপনি সেই পুরুষ যাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; সর্ব-ভাবে—সর্বতোভাবে; পূজিতঃ—পূজিত হয়েছেন।

অনুবাদ

শুক্ৰাচার্য বললেন—হে ভগবান, আপনি সমস্ত কর্মের প্রবর্তক এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনি যজ্ঞপুরুষ, আপনার উদ্দেশ্যেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কেউ যদি সর্বতোভাবে আপনার প্রসন্নতা বিধান করে, তা হলে তার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন রকম ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কোথায়?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান বলেছেন, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্—সর্বলোক মহেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সেই পুরুষ যাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়। বিষ্ণুপুরাণে (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধ্যতে পত্না নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য। সমাজের বর্ণাশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে আচরণ করাকে বলা হয় বর্ণাশ্রমাচরণ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৩) শ্রীল সূত গোস্বামী বলেছেন—

অতঃ পুস্তির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।” সব কিছুই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। অতএব, বলি মহারাজ যেহেতু ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন, তাই তাঁর কোন ত্রুটি ছিল না, এবং শুক্ৰাচার্য স্বীকার করেছেন যে, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি।

শ্লোক ১৬

মন্ত্ৰতন্ত্ৰতশিহ্রং দেশকালার্হবন্ততঃ ।

সর্বং কৰোতি নিশিহ্রমনুসংকীৰ্তনং তব ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রতঃ—বৈদিক মন্ত্রের ভুল উচ্চারণের ফলে; তন্ত্রতঃ—বিধিবিধান অনুশীলনে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে; ছিদ্রম্—ত্রুটি; দেশ—দেশ; কাল—কাল; অর্হ—এবং পাত্র; বস্তুতঃ—উপকরণ; সর্বম্—এই সমস্ত; করোতি—করে; নিশ্ছিদ্রম্—ত্রুটিহীন; অনুসংকীর্তনম্—নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন; তব—আপনার।

অনুবাদ

মন্ত্র উচ্চারণে এবং বিধিবিধান অনুশীলনে ত্রুটি থাকতে পারে, এবং দেশ, কাল, পাত্র এবং উপকরণের বিষয়েও ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু আপনার নাম সংকীর্তনের প্রভাবে সব কিছু ত্রুটিহীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

“কলহের যুগ এই কলিযুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।” (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮/১২৬) এই কলিযুগে নিখুঁতভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অথবা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন। কেউই প্রায় নির্ভুলভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না অথবা বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে না। তাই এই যুগে, যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। যজ্ঞঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞন্তি হি সুমেধসঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/২৯)। বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা সময় নষ্ট না করে, যাঁরা বুদ্ধিমান, যাঁরা সুমেধা-সম্পন্ন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে যথার্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। আমি দেখেছি বহু ধর্মনেতা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত এবং তারা এই অপূর্ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। যারা অনর্থক এই প্রকার ব্যর্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এই শ্লোকটির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ করা (যজ্ঞঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞন্তি হি সুমেধসঃ)। শুক্রাচার্য যদিও ছিলেন কর্মকাণ্ডে আসক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তবুও তিনি স্বীকার করেছিলেন, নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্তনং তব—“হে ভগবান, আপনার পবিত্র নাম নিরন্তর কীর্তন করার ফলে সব কিছুই সিদ্ধ হয়।” কলিযুগে বৈদিক কর্মকাণ্ড নির্ভুলভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদিও সব রকম আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ সম্পাদন

করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে সমস্ত বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ করা উচিত, বিশেষ করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনায়, তবুও দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে, অতএব তা নিরাকরণের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত প্রকার কার্যকলাপের মধ্যে আমরা তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপর বিশেষভাবে জোর দিই।

শ্লোক ১৭

তথাপি বদতো ভূমন্ করিষ্যাম্যনুশাসনম্ ।

এতচ্ছ্রেয়ঃ পরং পুংসাং যৎ তবাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ১৭ ॥

তথাপি—যদিও বলি মহারাজের কোন দোষ ছিল না; বদতঃ—আপনার আদেশে; ভূমন্—হে পরম পুরুষ; করিষ্যামি—আমি সম্পাদন করব; অনুশাসনম্—যেহেতু এটি আপনার আদেশ; এতৎ—এই; শ্রেয়ঃ—কল্যাণজনক; পরম্—পরম; পুংসাম্—সকলের; যৎ—যেহেতু; তব-আজ্ঞা-অনুপালনম্—আপনার আদেশ পালন।

অনুবাদ

হে বিষ্ণু, তবুও আপনার আদেশ আমি পালন করব, কারণ আপনার আদেশ পালনই সকলের পক্ষে পরম কল্যাণজনক।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

প্রতিনন্দ্য হরেরাজ্ঞামুশনা ভগবানিতি ।

যজ্ঞচ্ছিদ্রং সমাধত্ত বলেব্বিপ্ৰশিভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; প্রতিনন্দ্য—প্রণতি নিবেদন করে; হরেঃ—ভগবানের; আজ্ঞাম্—আদেশ; উশনাঃ—শুক্ৰাচার্য; ভগবান্—পরম শক্তিমান; ইতি—এইভাবে; যজ্ঞ-ছিদ্রম্—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত্রুটি; সমাধত্ত—পূর্ণ করতে মনস্থ করে; বলেঃ—বলি মহারাজের; বিপ্র-ঋষিভিঃ—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; সহ—সহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে মহা শক্তিশালী শুক্ৰাচার্য সসম্মানে ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ সহ বলি মহারাজের যজ্ঞের ত্রুটির সমাধান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

এবং বলেমহীং রাজন্ ভিক্ষিত্বা বামনো হরিঃ ।

দদৌ ভাত্রে মহেন্দ্রায় ত্রিদিবং যৎ পরৈর্হতম্ ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; বলেঃ—বলি মহারাজের কাছ থেকে; মহীম্—পৃথিবী; রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; ভিক্ষিত্বা—ভিক্ষা করে; বামনঃ—ভগবান বামনদেব; হরিঃ—শ্রীহরি; দদৌ—প্রদান করেছিলেন; ভাত্রে—তঁার ভাতা; মহা-ইন্দ্রায়—দেবরাজ ইন্দ্রকে; ত্রিদিবম্—দেবলোক; যৎ—যা; পরৈঃ—অন্যদের দ্বারা; হতম্—অপহৃত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে বলি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত ভূমি ভিক্ষা করে, ভগবান বামনদেব তঁার ভাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে শত্রু কর্তৃক অপহৃত স্বর্গ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২০-২১

প্রজাপতিপতিব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃভূমিপৈঃ ।

দক্ষভৃগুস্মিরোমুখ্যৈঃ কুমারেণ ভবেন চ ॥ ২০ ॥

কশ্যপস্যাচিতৈঃ প্রীতৈঃ সর্বভূতভবায় চ ।

লোকানাং লোকপালানামকরোদ্ বামনং পতিম্ ॥ ২১ ॥

প্রজাপতি-পতিঃ—সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; দেব—দেবতাগণ সহ; ঋষি—মহর্ষিগণ সহ; পিতৃ—পিতৃগণ সহ; ভূমিপৈঃ—মনুগণ সহ; দক্ষ—দক্ষ সহ; ভৃগু—ভৃগু মুনি সহ; স্মিরঃ—স্মিরা ঋষি সহ; মুখ্যৈঃ—বিভিন্ন লোকপালগণ সহ; কুমারেণ—কার্ত্তিকেয় সহ; ভবেন—শিব সহ; চ—ও; কশ্যপস্য—কশ্যপ মুনি; অচিতৈঃ—অদিতির; প্রীতৈঃ—আনন্দ বিধানের জন্য; সর্বভূতভবায়—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য; চ—ও; লোকানাম্—সমস্ত লোকের; লোকপালানাম্—সমস্ত লোকপালদের; অকরোৎ—করেছিলেন; বামনম্—ভগবান বামন; পতিম্—পরম নেতা।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুর্গ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, স্মিরা প্রমুখ নেতাগণ এবং কার্ত্তিকেয় ও মহাদেব সহ দক্ষ আদি সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা

ভগবান বামনদেবকে সকলের পালকরূপে বরণ করেছিলেন। কশ্যপ মুনি এবং তাঁর পত্নী অদিতির আনন্দ বিধানের জন্য এবং লোকপালগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি তা করেছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

বেদানাং সর্বদেবানাং ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

মঙ্গলানাং ব্রতানাং চ কল্পং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥ ২২ ॥

উপেন্দ্রং কল্পয়াং চক্রে পতিং সর্ববিভূতয়ে ।

তদা সর্বাণি ভূতানি ভূশং মুমুদিরে নৃপ ॥ ২৩ ॥

বেদানাম্—সমস্ত বেদ রক্ষা করার জন্য; সর্ব-দেবানাম্—সমস্ত দেবতাদের; ধর্মস্য—সমস্ত ধর্মের; যশসঃ—সমস্ত যশের; শ্রিয়ঃ—সমস্ত ঐশ্বর্যের; মঙ্গলানাম্—সমস্ত মঙ্গলের; ব্রতানাম্ চ—এবং সমস্ত ব্রতের; কল্পম্—পরম দক্ষ; স্বর্গ-অপবর্গয়োঃ—স্বর্গলোকে উন্নতি অথবা জড় বন্ধন থেকে মুক্তির; উপেন্দ্রম্—ভগবান বামনদেবকে; কল্পয়াম্ চক্রে—পরিকল্পনা করেছিলেন; পতিম্—প্রভু; সর্ব-বিভূতয়ে—সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; তদা—তখন; সর্বাণি—সমস্ত; ভূতানি—জীব; ভূশম্—অত্যন্ত; মুমুদিরে—আনন্দিত হয়েছিল; নৃপ—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ইন্দ্রকে যদিও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা বলে মনে করা হয়, তবুও ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে বেদ, ধর্ম, যশ, ঐশ্বর্য, মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ এবং অপবর্গের পালকরূপে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে সব কিছুর পরম প্রভু বলে বরণ করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

ততস্ত্বিন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য দেবযানেন বামনম্ ।

লোকপালৈর্দিবং নিন্যে ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তারপর; তু—কিন্তু; ইন্দ্রঃ—স্বর্গের রাজা; পুরস্কৃত্য—অগ্রবর্তী করে; দেব-যানেন—দেবতাদের বিমানের দ্বারা; বামনম্—ভগবান বামনদেবকে;

লোক-পালৈঃ—লোকপালগণ সহ; দিবম্—স্বর্গলোকে; নিন্যে—নিয়ে গিয়েছিলেন;
ব্রহ্মণা—ব্রহ্মার দ্বারা; চ—ও; অনুমোদিতঃ—আদিষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

তারপর ইন্দ্র ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্বর্গলোকের নেতাদের সঙ্গে ভগবান
বামনদেবকে অগ্রবর্তী করে দিব্য বিমানে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

প্রাপ্য ত্রিভুবনং চেন্দ্র উপেন্দ্রভূজপালিতঃ ।

শ্রিয়া পরময়া জুষ্টো মুমুদে গতসাধ্বসঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্য—লাভ করে; ত্রিভুবনম্—ত্রিভুবন; চ—ও; ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; উপেন্দ্র-
ভূজ-পালিতঃ—বামনদেব বা উপেন্দ্রের বাহুবলে রক্ষিত হয়ে; শ্রিয়া—ঐশ্বর্যের দ্বারা;
পরময়া—পরম; জুষ্টঃ—এইভাবে সেবিত হয়ে; মুমুদে—উপভোগ করেছিলেন; গত-
সাধ্বসঃ—অসুরদের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান বামনদেবের বাহুর দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের আধিপত্য
লাভ করেছিলেন এবং নির্ভয় ও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত
পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

ব্রহ্মা শর্বঃ কুমারশ্চ ভৃগ্বাদ্যা মুনয়ো নৃপ ।

পিতরঃ সর্বভূতানি সিদ্ধা বৈমানিকাশ্চ যে ॥ ২৬ ॥

সুমহৎ কৰ্ম তদ্ বিশেষগর্গায়ন্তঃ পরমজুতম্ ।

ধিক্ষ্য্যানি স্থানি তে জগ্মুরদিতিং চ শশংসিরে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; শর্বঃ—শিব; কুমারঃ চ—কার্ত্তিকেয়; ভৃগু-আদ্যাঃ—ভৃগু আদি;
মুনয়ঃ—মুনিগণ; নৃপ—হে রাজন; পিতরঃ—পিতৃগণ; সর্বভূতানি—অন্য জীবেরা;
সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; বৈমানিকাঃ চ—বৈমানিকগণ; যে—এই প্রকার ব্যক্তির; সুমহৎ—
অত্যন্ত প্রশংসনীয়; কৰ্ম—কার্যকলাপ; তৎ—এ সমস্ত (কার্যকলাপ); বিশেষঃ—
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা কৃত; গায়ন্তঃ—মহিমা কীর্তন করে; পরম্ অজুতম্—

অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক; শিষ্যাণি—তাদের স্ব স্ব লোকে; স্বানি—স্বীয়; তে—
তারা সকলে; জগ্মুঃ—প্রস্থান করেছিলেন; অদितिম্ চ—অদिति দেবীরও;
শশংসিরে—ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধগণ
এবং যে সমস্ত বিমানচর সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে ভগবান
বামনদেবের অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। হে রাজন,
ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন
করেছিলেন। তাঁরা সকলে অদिति দেবীরও প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

সর্বমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতঃ কুলনন্দন ।

উরুক্রমস্য চরিতং শ্রোতৃণামঘমোচনম্ ॥ ২৮ ॥

সর্বম্—সমস্ত; এতৎ—এই সমস্ত ঘটনা; ময়া—আমার দ্বারা; আখ্যাতম্—বর্ণিত
হয়েছে; ভবতঃ—আপনার; কুল-নন্দন—আপনার বংশের আনন্দদায়ক পরীক্ষিৎ
মহারাজ; উরুক্রমস্য—ভগবানের; চরিতম্—কার্যকলাপ; শ্রোতৃণাম্—শ্রোতাদের;
অঘ-মোচনম্—ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ
বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

হে কুলনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি ভগবান বামনদেবের অদ্ভুত সমস্ত
কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তা শ্রবণ করার ফলে শ্রোতার সমস্ত পাপ বিনষ্ট
হয়।

শ্লোক ২৯

পারং মহিন্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো

যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্যঃ ।

কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্য

ইত্যাহ মন্ত্ৰদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥ ২৯ ॥

পারম্—পরিমাণ; মহিন্মঃ—মহিমার; উরুবিক্রমতঃ—অদ্ভুত বিক্রম ভগবানের; গুণানঃ—গণনা করতে পারে; যঃ—যে ব্যক্তি; পার্থিবানি—সারা পৃথিবীর; বিমমে—গণনা করতে পারে; সঃ—সে; রজাংসি—পরমাণু; মর্ত্য—মরণশীল মানুষ; কিম্—কি; জায়মানঃ—ভবিষ্যতে যে জন্মগ্রহণ করবে; উত—অথবা; জাতঃ—ইতিমধ্যেই যার জন্ম হয়েছে; উপৈতি—করতে পারে; মর্ত্যঃ—মরণশীল ব্যক্তি; ইতি—এইভাবে; আহ—বলেছেন; মন্ত্ৰদৃক্—বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা; ঋষিঃ—মহর্ষি বশিষ্ঠ; পুরুষস্য—পরম পুরুষের; যস্য—যাঁর।

অনুবাদ

মরণশীল মানুষের পক্ষে ভগবান ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। যাদের ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে, তাদের কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সেই কথা মহর্ষি বশিষ্ঠ কীর্তন করেছেন।

তাৎপর্য

বশিষ্ঠ মুনি বিষ্ণুর সম্বন্ধে একটি মন্ত্র প্রদান করেছেন—ন তে বিষ্ণেজার্জায়মানো ন জাতো মহিন্মঃ পারমনন্তমাপ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অসাধারণ কার্যকলাপের ইয়ত্তা নির্ধারণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত, যে কোন মুহূর্তে যাদের মৃত্যু হতে পারে, সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তাদের মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা এই জগতের অদ্ভুত সৃষ্টি জানবার চেষ্টা করছে। এটি একটি মূর্খের প্রয়াস। বহুকাল পূর্বে বশিষ্ঠ মুনি বলেছিলেন যে, অতীতে কেউ ভগবানের মহিমা ইয়ত্তা করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। ভগবানের সৃষ্টির মহিমাষিত কার্যকলাপ দর্শন করেই কেবল সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ভগবান তাই ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বলেছেন,—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—“আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি এবং আমি এই জগৎ পালন করি।” জড় জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে। সমগ্র জগৎ ভগবানের জড়া প্রকৃতিসম্মত, কিন্তু তা কেবল ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। সৃষ্টির বাকি তিন-চতুর্থাংশ হচ্ছে চিৎ-জগৎ। কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অসংখ্য গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তার একটি চন্দ্র অথবা মঙ্গলগ্রহকে পর্যন্ত জানতে পারে না, অথচ তারা ভগবানের সৃষ্টি এবং তাঁর অসাধারণ শক্তিকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে। এই

প্রকার ব্যক্তিদের উন্মাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নুনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৪)। এই প্রকার উন্মাদ ব্যক্তির উরুক্রম ভগবানের মহিমাষিত কার্যকলাপ অবজ্ঞা করার চেষ্টায় অনর্থক সময়, শক্তি এবং অর্থের অপচয় করে।

শ্লোক ৩০

য ইদং দেবদেবস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।

অবতারানুচরিতং শৃণ্বন্ যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৩০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; ইদম্—এই; দেব-দেবস্য—দেবতাদের পূজ্য ভগবানের; হরেঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, হরির; অদ্ভুত-কর্মণঃ—যাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অদ্ভুত; অবতার-অনুচরিতম্—তাঁর বিভিন্ন অবতারে সম্পাদিত কার্যকলাপ; শৃণ্বন্—কেউ যদি শ্রবণ করেন; যাতি—যান; পরাম্ গতিম্—ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরম সিদ্ধি।

অনুবাদ

কেউ যদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অদ্ভুত কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উচ্চতর লোকে উন্নীত হন অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৩১

ক্রিয়মাণে কর্মণীদং দৈবে পিত্র্যেহথ মানুষে ।

যত্র যত্রানুকীর্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

ক্রিয়মাণে—অনুষ্ঠিত; কর্মণি—কর্মের; ইদম্—বামনদেবের চরিত্রের এই বর্ণনা; দৈবে—দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; পিত্র্যে—অথবা পিতৃদের প্রসন্নতা বিধানে, যেমন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে; অথ—অথবা; মানুষে—মানুষদের প্রীতির জন্য, যেমন বিবাহে; যত্র—যেখানে; যত্র—যেখানে; অনুকীর্ত্যেত—বর্ণিত হয়; তৎ—তা; তেষাম্—তাঁদের জন্য; সুকৃতম্—শুভ; বিদুঃ—সকলের বোঝা উচিত।

অনুবাদ

দেবতাদের, পিতৃদের অথবা মানুষদের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা বিবাহে) যেখানে যেখানে বামনদেবের কার্যকলাপ কীর্তিত হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান পরম মঙ্গলজনক বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

তিন প্রকার অনুষ্ঠান রয়েছে—বিশেষ করে, ভগবান অথবা দেবতাদের প্রীতি সাধনের জন্য উৎসব, মানুষদের প্রীতি সাধনের জন্য বিবাহ অথবা জন্মদিন উদ্‌যাপন এবং পিতৃদের প্রীতি সাধনের জন্য শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে যদি বামনদেবের অদ্ভুত চরিত্র কীর্তিত হয়, তা হলে সেই অনুষ্ঠান অবশ্যই সফল হবে এবং সর্বপ্রকার ক্রটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি’ নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।